রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

রবিবার, নভেম্বর ১৬, ২০০৩

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১২ই নভেম্বর ২০০৩

এস, আর, ও নং ৩১৭-আইন/২০০৩।—ভ্রমণ কর আইন, ২০০৩ (২০০৩ সনের ৫নং আইন) এর ধারা ৩(৪) এর বিধান মোতাবেক এবং ধারা ৬ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, নিম্নরূপ প্রবিধানমালা প্রণয়ন করিল, যথাঃ—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।**— (১) এই প্রবিধানমালা ভ্রমণ কর আদায় প্রবিধানমালা, ২০০৩ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞা।**— বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থী কিছু না থাকিলে, এই প্রবিধানমালায়—

(ক) "আইন" অর্থ ভ্রমণ কর আইন,২০০৩ (২০০৩ সনের ৫ নং আইন);

(খ) "বোর্ড" অর্থ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড;

(গ) "ভ্রমণ কর" অর্থ আইনের ধারা ৩ এর অধীনে আরোপ ও আদায়যোগ্য ভ্রমণ কর;

(ঘ) "যাত্রী" অর্থ বাংলাদেশ হইতে অন্য কোন দেশে গমনকারী কোন ব্যক্তি।

৩। **জল এবং স্থল পথে ভ্রমণ কর আদায়।**—(১) জল এবং স্থল পথে বিদেশ ভ্রমণের ক্ষেত্রে আরোপিত ভ্রমণ কর বোর্ড কর্তৃক প্রজ্ঞাপন দ্বারা নির্ধারিত ব্যাংক এবং ইহাদের শাখাসমূহে রশিদের মাধ্যমে আদায় করা হইবে।

মূল্য ঃ টাকা ১.০০

(২) উপ- প্রবিধান (১) এর অধীন আদায়কৃত ভ্রমণ কর সংশ্লিষ্ট ব্যাংক বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্ধারিত শাখায় পরবর্তী মাসের ৭ (সাত) তারিখের মধ্যে "১/১১০৩/০০০১/০৯১১- ভ্রমণ কর" খাতে জমা প্রদান করিবে, এবং উক্ত জমা প্রদানের তারিখের পরবর্তী ১৫(পনের) দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট কর কমিশনারের নিকট উক্ত মাসের মোট আদায়কৃত ভ্রমণ কর, ফেরৎ প্রদানকৃত ভ্রমণ কর (যদি থাকে), যে চালানের মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংকে জমা প্রদান করা হইয়াছে উহার নম্বর ও তারিখ সম্বলিত বিবরণী প্রেরণ করিবে এবং উক্ত বিবরণীর একটি অনুলিপি বোর্ডেও প্রেরণ করিবে।

(৩) যদি কোন যাত্রী এই প্রবিধানের অধীন ভ্রমণ কর পরিশোধ করার পর বিদেশ ভ্রমণে ব্যর্থ হন, তাহা হইলে তিনি অব্যবহৃত ভ্রমণ কর রশিদ সংশ্লিষ্ট ব্যাংকে জমা দিয়া জমাকৃত ভ্রমণ কর ফেরত পাওয়ার যোগ্য হইবেন, এবং সংশ্লিষ্ট ব্যাংক ফেরত হিসাবে গৃহীত 'ভ্রমণ কর রশিদ' বাতিল করিবে।

৪। **আকাশ পথে ভ্রমণ কর আদায় ও পরিশোধ**।—(১) আকাশ পথে বিদেশ ভ্রমণের ক্ষেত্রে আরোপিত ভ্রমণ কর সংশ্লিষ্ট বিমান সংস্থা ইহাদের নিজস্ব অফিস বা এজেন্টের মাধ্যমে টিকেট বিক্রয়কালে আদায় করিবে।

(২) কোন কারণে কোন বিমান সংস্থা টিকেট বিক্রয়ের সময় ভ্রমণ কর আদায় না করিলে, উক্ত বিমান সংস্থা উক্ত কর টিকেট পুনঃনিশ্চিতকরণের (reconfirmation) সময়ে অথবা বিমান বন্দরে চেক-ইন-কাউন্টারে বিবিধ চার্জ অর্ডার (Miscellaneous Charge Order-MCO) অথবা নগদ গ্রহণ রশিদের মাধ্যমে আদায় করিবে এবং অতঃপর MCO কুপন অথবা নগদ গ্রহণের রশিদের কপি ফ্লাইট কুপনের সহিত সংযুক্ত করিতে হইবে।

(৩) প্রত্যেক বিমান সংস্থা বিমান বন্দরে চেক-ইন-কাউন্টারে ভ্রমণ কর পরিশোধের অংক যাচাই করিবে এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ড অথবা ইহার মনোনীত যে কোন ব্যক্তি যে কোন সময়ে, যে কোন বিমান সংস্থার অফিস অথবা এজেন্টের অফিসে ভ্রমণ কর সংক্রান্ত তথ্যাদি যাচাই করিতে পারিবে।

(৪) বিমান সংস্থা কিংবা ইহার এজেন্টকে ভ্রমণ সম্পাদনকারী যাত্রীর নিকট হইতে আদায়কৃত ভ্রমণ কর পরবর্তী মাসের ৩০(ত্রিশ) দিনের মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকে "১/১১০৩/০০০১/০৯১১-ভ্রমণ কর" খাতে জমা প্রদান করিতে হইবে এবং উক্তরূপ জমা প্রদানের তারিখের ৭(সাত) দিনের মধ্যে বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে উহার একটি বিবরণ সংশ্লিষ্ট কর কমিশনার-এর নিকট এবং অপর একটি বিবরণ বোর্ডে প্রেরণ করিবে।

৫। **জরিমানা**।—ভ্রমণ কর আদায়কারী ব্যক্তি বা সংস্থা আদায়কৃত ভ্রমণ কর প্রবিধান ৩(২) ও ৪(৪) এ উল্লেখিত নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে জমা প্রদান করিতে ব্যর্থ হইলে, যেই পরিমাণ ভ্রমণ কর জমা প্রদানে ব্যর্থ হইবে সেই পরিমাণ ভ্রমণ কর এবং উহার উপর মাসিক শতকরা ২% হারে সুদ উক্ত ব্যক্তি বা সংস্থার নিকট হইতে আদায়যোগ্য হইবে।

৬। **রহিতকরণ**।—Foreign Travel Tax Rules, 1980 এতদ্দ্বারা রহিত করা হইল।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশক্রমে,

তজম্মুল আলী চৌধুরী
সদস্য (কর আপীল ও অব্যাহতি)।

শেখ মোঃ মোবারক হোসেন (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আমিন জুবেরী আলম, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।